মূল তত্ত্ব
বা
তজকীয়ায়ে মোখতাছার

প্রথম খণ্ড

খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী (ক.)

মূল তত্ত্ব
বা
তজকীয়ায়ে মোখতাছার

১ম খণ্ড

খাদেমুল ফোক্বারা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

পোঃ ভাণ্ডার শরীফ

জিলা চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায় ঃ–
খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

তৃতীয় সংস্করণঃ আগস্ট, ১৯৮০ ইং

তৃতীয় সংস্করণের পুনঃ প্রকাশ
২৬ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
৫ অগ্রহাছু, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২০ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনায়ঃ
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
'ডিউ উদয়ন' লেভেল ১২,
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

মূল্যঃ ৬০ টাকা মাত্র

মূদ্রণেঃ
'আলোকধারা বুক্স'
'ডিউ উদয়ন' লেভেল ১২,
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

পেশ কালাম

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

সমস্ত হাম্দ এবং নাত মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি। অশেষ সালাম ও শোকরিয়া গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র প্রতি যিনি 'বেলায়তে মোত্লাকা'র দ্বার উন্মোচক হিসেবে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত যাঁর মর্যাদা বিশ্ব দরবারে স্বীকৃত। তাঁর সুযোগ্য অছি এবং সাজ্জাদানশীন হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচন কল্পে 'বেলায়তে মোত্লাকা' নামে তাসাওউফ সম্পর্কিত অতি উচ্চমানের দর্শনভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করে সুধী এবং প্রাজ্ঞ মহলে জ্ঞান অন্বেষণের কৌতুহল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। বেলায়তে মোত্লাকা প্রকাশের পর গ্রন্থটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভের সুবিধার্থে তিনি "মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার" রচনা করেছেন। পুস্তিকার ভূমিকায় তিনি আত্মশুদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পীরের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি প্রকৃত পীরের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। একই সঙ্গে পীরগিরি নামে ঠকবাজ, ভণ্ড, অলস অকর্মন্য কিছু ব্যক্তির ব্যবসাপাতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে উপদেশ প্রদান করেছেন।

পুস্তিকাটিতে মূলতঃ আল্লামা রুমী (র.), ইমাম গাজ্জালী (র.), শেখ সা'দী (র.), আবদুল গনি নাবলুসি (র.) প্রমুখের উদ্ধৃতির আলোকে মানব আত্মায় সংশোধনজনিত স্থিতি অর্জনের নির্দেশনা রয়েছে। পুস্তিকায় রূহ্ সম্পর্কে ধারণা এনে স্পষ্ট করা হয়েছে 'রূহ্' আল্লাহ্র হুকুম জাত বিষয়। রূহ্কে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র আনুগত্য এবং তাবেদারীতে রেখে আল্লাহ্র পানে ব্যতিব্যস্ত রাখার নাম সুফিতা। সুফি ধারা অনুযায়ী রূহ্কে আল্লাহ্তে স্থিত রাখার লক্ষ্যে আমৃত্যু

অন্তরের অভ্যন্তরে প্রতিটি মানুষকে জিহাদে আকবর তথা সর্বোচ্চ জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়। “মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার” পুস্তিকায় অছিয়ে গাউসুল আযম বিষয়টি স্পষ্ট করতে সচেষ্ট থেকেছেন। এককথায় পুস্তিকাটি ইনসানে কামিল তথা পূর্ণমানবতা অর্জনের পথনির্দেশক। পুস্তিকায় আধ্যাত্মিক সাধনার কতিপয় স্তর সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে পুস্তিকায় সপ্তপদ্ধতি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলতত্ত্ব হিসেবে সকল প্রকার ভ্রান্তি নিরসনের লক্ষ্যে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার শাজ্‌রা শরিফের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। পুস্তিকার প্রারম্ভে নক্‌শা সহকারে আধ্যাত্মিক সাধনার স্তর চিহ্নিত করে উন্নতি অর্জনের পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় পুস্তিকাটি ত্বরিকতপন্থীদের জন্য জরুরি বিধায় ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে আমি শাহানশাহ্‌ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ অনুসারে “মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার” পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। পুস্তিকাটির তথ্য-উপাত্ত ঠিক রেখে ছাপার কারণে প্রকাশিত ভুল বানানসমূহ শুদ্ধ করা হয়েছে। এতে অনুশীলিত মূল বানানরীতি অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে এবং কোন প্রকার নতুন তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করা হয়নি।

আশা করি এতে পাঠক মাত্রই মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্ত হয়ে উপকৃত হবেন। আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হোন। আমিন!

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

ম্যানেজিং ট্রাস্টি

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

মূল তত্ত্ব

বা

তজকীয়ায়ে মোখতাছার

১ম খণ্ড

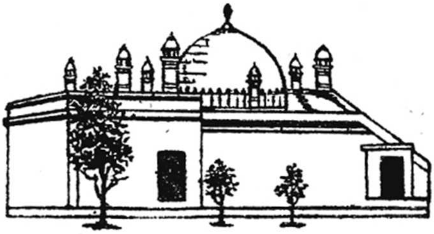

খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন

মাইজভাণ্ডারী

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

পোঃ ভাণ্ডার শরীফ

জিলা চট্টগ্রাম।

প্রকাশক ঃ **খাদেমুল ফোক্বারা**
সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মাইজভাণ্ডারী)

গ্রন্থসত্ত্ব ঃ গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রথম সংস্করণ ঃ মে, ১৯৬৯ ইং।
তৃতীয় সংস্করণ ঃ আগষ্ট, ১৯৮০ ইং।

প্রিন্টার ঃ কমরুল হুদা খান ছিদ্দিকী
ইসলামিয়া লিথো এণ্ড প্রিন্টিং প্রেস, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া ঃ তিন টাকা মাত্র।

মূল তত্ত্ব
বা
তজকীয়ায়ে মোখতাছার

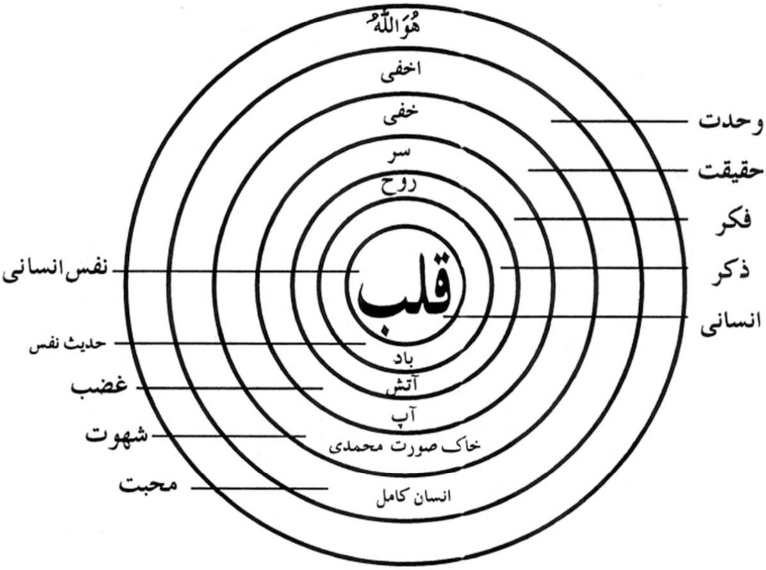

فما انت هوبل انت هو وتراه فی ☆ عین الامور مسرحا ومقیدًا

২নং নক্শা-

		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
১।	নফ্ছের নাম	امّارة	لوّامة	ملهمه	مطمئنه	راضية	مرضية	كاملة
২	কর্ম্ম	প্ররোচনা	অনুতাপ	স্রষ্টাপ্রেরণা	সন্তোষ	সন্তুষ্টি	তুষ্টিত	পূর্ণমানবতা
৩।	অবস্থান ক্ষেত্র	দৃশ্য জগত عالم شهادت	মধ্য জগত عالم برزخ	বাচ্চার দুগ্ধ স্পৃহা اهلاج	মানবতা حقيقت محمدى صـ صَلىَ الله عليه وسلم	رضاو تسليم তুষ্টি لاهوت বা অসীম দর্শন	যথাযথ স্রষ্টা জ্ঞান شهود ذاتى	বহুত্বে একত্ব خفاء দর্শন পূর্ণমানবতা انسان كامل বা
৪।	প্রকৃতি বা হাল	বাসনা ميل	ভালবাসা محبت	বাসনা শূন্য প্রেম عشق	মিলন বা وصلة	غناء বেপরওয়া ও নিশ্চিন্ত	الحيرة বিভোর চিত্ত	بقاء بالله سير مع الله খোদা সঙ্গতি
৫।	অবতীর্ণ ধর্ম্ম	شريعت বা বিধান ধর্ম্ম	طريقت বা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম	নিজ পরিচয় معرفت	প্রকৃত জ্ঞান বা حقيقت	খোদা তত্ত্ব জ্ঞান বা عرفانِ معرفت	شريعت ধর্ম্ম রহস্য مششيت ايزدى	উপরে বর্ণিত সমস্ত কিছু

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا

ভূমিকা

পরম দাতা-দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার হাবীবদের প্রতি দরূদ সালাম এবং অলীয়ে কামেলের আনুগত্য জ্ঞাপনান্তে রূহানী ফয়জ বরকতের উমেদারীতে নিবন্ধ রহিলাম।

আমি বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থ লেখার পর আমার মুরীদ এবং বন্ধুদের মধ্যে অনেকের একটি সংক্ষিপ্ত "অজীফার" জন্য অনুরোধে এবং অনুরূপ এই তরীকতের পূর্ববর্তী বুজর্গানের সাধনা, জিকির, নিয়ম পদ্ধতি ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত তত্ত্বাদির জ্ঞান অর্জন হয় মত কিছু লিপিবদ্ধ করিতে রাজী করে।

যদিও আমি বিদ্যাহীন, গাউছে পাকের খেদমত ছোহবত ও দোয়ার বরকতে, মোল্লা ছা'য়াদীর (রঃ) মতে ফুলতলার মাটিতে ফুলের গন্ধ লাভের মত, আমি অকিঞ্চিতকরকেও তাঁহারা ঐ চক্ষে দেখেন, কাজেই রাজী না হইয়া পারি নাই।

বিশেষতঃ পীর ছাড়া পীর, ধর্মীয় বাঁধন হারা ফকীর, কোরান হাদীছ, ছুফী মতবাদ জ্ঞানহীন ফিকিরবাজ লোকের কাজ কারবারের ফলে ফকীরীর নামে যেই উশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে এইগুলির প্রতিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কামেল পীর, বুজর্গানের নামে হুকুম, স্বপ্ন ইত্যাদি উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা কথা ফলাইয়া যাহারা এই ব্যবসা চালায় এবং সরল বিশ্বাসী লোককে ঠকায় তাহারা অনেকেই নিজের কোন ছিলছিলা দেখাইতে না পারায় নিজকে মাইজভাণ্ডারী বা আজমিরী

বলিয়া পরিচয় দেয়। যেহেতু এই দেশে উক্ত দুই দরবারের নাম শান অতি প্রসিদ্ধ।

ইহারা যে “গিল্টী” এবং ঠগী ব্যবসায়ী তাহা বুঝিতে চিন্তাশীল লোকের দেরী হইবে না; যখন দেখিবে তাহাদের কথাবার্তা চালচলন সামঞ্জস্য বিহীন, তাহারা লোকের সামনে যাহা দেখায় বা বলে তাহা অবস্থা ও আচরণের বেলায় কোন মিল বা সত্যতা নাই বরং ভাওতা অথচ তাহাদিগকে ভুল বুঝার দরুণ সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা প্রকৃত ছুফী মতবাদের প্রতি আস্থা হারাইতে চলিয়াছেন। যাহার ফলে সমাজ জীবনে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে।

যেহেতু এই বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকেরা দেখিতে পায়, এই বুজর্গবেশী ব্যবসায়ী শাহ ছাহেব উপাধীধারী লোকেরা যাহা বলে তাহা করে না এবং তাহাদের কৃতকার্যের সঙ্গে কথার কোন মিল নাই। নিজে যাহা খায় ও পরে, পরের জন্য তাহা উচিত মনে করে না। নেকী ও ভালাইর নামে টাকা নিতে উৎসাহী কিন্তু দিতে ইচ্ছুক নহে। বরং “মন্নাঈন লিল্ খায়ের” সৎকার্য বিমুখ তাল বাহানা ও ওয়াদা খেলাফ করে। তাহাদের নৈতিক মেরুদণ্ড অতি নড়বড়ে। তাহারা খোদা আগ্রহী নহে বরং টাকার লালসাই তাহাদের নিকট বেশী দেখা যায়। তাই অধিক সময় তাহাদিগকে লোকের ঘরে-ঘরে দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া টাকার যোগাড়ে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। ফার্সী পরিভাষায় যাহাকে “দরিও জাগর” বলে। বহু স্থলে ভাওতা ধুকা ও মিথ্যাকে এই ব্যবসার সম্বল করে বা করিতে বাধ্য হয়। যেহেতু তাহারা “আদলে মোত্লাক” বা বিচার সাম্যে বিশ্বাসী নহেন।

এতদ্‌ছাড়া অপর পক্ষে কতেক লোক এই রকমও আছেন, যাহারা ছুফী মতবাদকে “স্লো-পয়জন,” বহুমুত্র এবং আফিমের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন। এই সংসার আসক্ত বাহির-দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা পূর্ব হইতেই এই মর্মবাদী ছুফীদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছেন কাজেই এহেন অবস্থাতে ধাধা সৃষ্টি হওয়া বা ভুল বুঝা অস্বাভাবিক নয়। উভয় অবাঞ্ছিত হইলেও কি করা যায়? হাফেজ সিরাজী (রঃ) বলেন ঃ–

گر جان بدہد سنگ سیہ لعل نگردد
باطینت اصلی چہ کند بد گہر افتاد

অর্থাৎ কেহ আত্মহত্যা করিলেও কালো পাথর লাল হইবে না। যেহেতু তাহার জন্মগত স্বভাবকে পরিবর্তন করা যায় না। ইহারা বিভেদকারী। মওলানা রুমী (রঃ) বলেনঃ–

যাহারা খোদার এলহামের মালিক তাঁহারা জীবন খনি। যাহারা কল্পনা-বিলাসী অনর্থকারী তাহারা জীবন বিনাশী বিষতুল্য। অথচ এই খোদা-ভেদী সংসার অনাসক্ত লোকের সংশ্রব ছাড়া খোদায়ী আমানত "তৌহীদ" বা খোদা পরিচয় দায়িত্ব আদায় ও তাঁহার নৈকট্য লাভ সম্ভব নহে, যাহা সকলের জন্য অপরিহার্য্য কর্তব্য ও ওয়াজেব এবং আদলে মোত্লাকের সহায়ক।

মওলানা রুমী (রঃ) বলেন ঃ–

উটপাখী সদৃশ্য ফাঁকিবাজ নফ্ছকে জবাই করিতে হইলে পীরের ছায়া দরকার, অতএব এই প্রবৃত্তির হত্যাকারীর আঁচলকে শক্ত করিয়া ধারন কর। যাহার ফলে বনী ইছরাইলের গরু জবাইর ঘটনার ইঙ্গিত মিলিবে ও তোমার মানবতার বিনাশকারী নফ্ছের পরিচয় পাইতে সক্ষম হইবে।

তাই তজকীয়ায়ে মোখতাছার এবং সংক্ষিপ্ত অজিফাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রথম খণ্ডকে "মূলতত্ত্ব" নামকরনে, তাহাতে খোদা পরিচয় জ্ঞান কিরূপে ওয়াজেব, স্ত্রী পুরুষ সকলের জন্য অপরিহার্য্য কর্তব্য; কোরান মজীদের আয়াত দৃষ্টে প্রমাণ করিয়া প্রামাণ্য কেতাবের হাওলাসহ লিপিবদ্ধ করিলাম।

এই মূলতত্ত্ব খণ্ডে পীরে কামেলের আনুগত্যের আবশ্যকতা, অপরিহার্য্যতা ও তদ-উপকারাদিও সংযুক্ত করিলাম।

১নং/২নং নক্সা দ্বারা নফ্‌ছে ইনছানী ও রূহে ইনছানীর অবস্থা, প্রকৃত মানব বা ইনছানে কামেল কে? নিজ পরিচয় ও খোদার পরিচয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। যেই বুঝ ব্যবস্থা ও আনুগত্যের জন্য ছুন্নতে মোস্তফা মতেই পীর-মুরীদি প্রথা প্রচলিত। তরীকা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভব হইতে দেখা গেলেও সকলের মূল উদ্দেশ্য অভিন্ন ও এক।

এতদ্‌সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ কাদেরীয়া মাইজভাণ্ডারীয়া তরীকার বায়াত নিয়ম দস্তুর, আরবী ও বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলাম।

লতিফা বা সূক্ষ্মতা নির্দেশক স্থানগুলির নাম, জিকির, ফিকির, স্মরণ পদ্ধতিও অভিহিত করিলাম।

ইহাও প্রামাণ্য দলীল দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টিত হইলাম, এই জিকির বা স্মরণ ফিকির বা ধ্যান দ্বারা মানব কোন স্তরে যাইয়া পৌঁছিতে পারে। ইহাও প্রতিপন্ন করিলাম যে, সুপ্রসিদ্ধ কাদেরীয়া তরীকা মতে সপ্ত প্রকার নফ্‌ছে ইনছানীর অবস্থা কি? প্রত্যেক মকামে মুক্তির জিকির কি? এবং তাহার সংখ্যা কত? হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর "উছুলে ছাবয়া" বা সপ্ত পদ্ধতি কি? ইহা কত সহজ, সুলভ এবং বিশ্ব বিজয়ী ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন। হাফেজ সিরাজী (রঃ) এর পরিভাষায় বলিতে হয়।

مژگن توتا تیغ جہانگیر برآورد
بس کشتہ دل زندہ کہ بریکد گر افتاد

অর্থাৎ ঃ–
তোমার চোখের পলক যখন বিশ্ববিজয়ী অশি বাহির করিল, তখন দিল ঘায়েল জীবিত মানুষগুলি একের উপর অপর পড়িতে আরম্ভ করিল।

কাঞ্চনপুরী মৌলানা হাদী ছাহেব পয়ার সুরে লিখিয়াছেন ঃ–

চলগো প্রেম সাধুগণ প্রেমেরি বাজার।
প্রেম হাট বসাইয়াছে মাইজভাণ্ডার মাঝার।।
সেথা এক মহাজন নূরে আলম গাউছধন।
সাধুগণের প্রাণ হরিয়ে করেন বেপার।।
প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটা ফাটা দিল কিনিয়ে।
সেকান্দারী আয়না তাতে করেন তৈয়ার।।
চিননিরে সাধুগণ সে কেমন রসিক জন।
প্রভুর ভাণ্ডার জান হাতেতে তাঁহার।।
দাসহাদী শক্তিহীন দিতে পারে নাহি চিন।
আহাদ আহমদ মাঝে মিমের দিওয়ার।।

(রত্ন ভাণ্ডার ৩৬ নং শেএর)

এই প্রথম খণ্ডের মাঝখানে আমার পীরে কামেলের পীরি ছিলছিলা বা "শজরা" শরীফ অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাহাতে পীরে তাফাইয়োজের এবং পীরে বায়াতের যিনি "ওয়াছেল" বা মৃত বিধায়, নাম উল্লেখ নাই। যেহেতু আমার পীরে বায়াত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক (রঃ) এর ওফাত হইলে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) হইতে পুনঃ বায়াত হাছেল করি এবং তাঁহার তরীকত পন্থা মতে কাদেরীয়া ছিলছিলা মানিয়া চলি। কুতুবুল আকতাব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ) আমার পীরে তাফাইয়োজ বিধায়, মোনাজাত শজ্‌রা শরীফে আমার পীরে বায়াত এবং পীরে তাফাইয়োজ উভয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি। তদ্রুপ হজরত মওলানা সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ মোহাজেরে মদনী লাহোরী (কঃ) হজরত গাউছে পাক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেবের পীরে তাফাইয়োজ বিধায়, ঐ মোনাজাত শজরা শরীফে শাহ্ দেলাওয়ার আলী (কঃ) এর নাম উল্লেখ আছে। অথচ পীরি ছিলছিলাতে গণ্য হয় নাই। যেহেতু হজরত

আবু শাহ্মা মওলানা সৈয়দ ছালেহ লাহোরী (কঃ) ছাহেব, হজরতের পীরে বায়াত হন। তাই তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই তজকীয়ায়ে মোখতাছারের দ্বিতীয় খণ্ড, বুজর্গানে দীনের আচরিত মজমুয়া অজিফা হইতে কিছু কোরান পাকের ছুরা সপ্তম হাইকেল, ছালাম, দোয়া দরূদ শরীফ, কছিদা এবং মোনাজাত লিপিবদ্ধ করিয়া, পড়িবার নিয়ম পদ্ধতিও সঙ্গে দিলাম। তৎপর নাশেরানে কুতুবে লাহোরীর অজিফা অনুসরণে হেজবুল বাহার মোখতাছার নিয়ম পদ্ধতিসহ লিপিবদ্ধ করিলাম।

ইহার পর জেয়ারতে কবর ও কশ্‌ফে কবরের নিয়ম পদ্ধতি, কাজায়ে হাজাতের নামাজ ও দাওয়াতের দস্তুরসহ লিখিয়া এই সংক্ষিপ্ত অজিফাখানাও সমাপ্ত করিলাম।

ইতি-গ্রন্থকার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا

এহয়্যাউল উলুম নামক কেতাবে হজরত ইমাম গজ্জালী (রঃ) কোরান পাকের ছুরা আহজাব ৭২ আয়াতের হাওলা দিয়া লিখেন। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন "আমি আমার আমানত আছমান, জমীন এবং পাহাড়ের সামনে ধরিলাম; সকলেই গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল এবং ভয়প্রাপ্ত হইল। মানবই তাহা গ্রহণ করিল।" এই আমানত খোদাতত্ত্ব; আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয় জ্ঞান এবং তৌহীদ; এবং যাহা মানব সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। আয়াতটি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ–

قران -سورة احزاب٧٢ اية

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا۔

মানবজাতি এই আমানতকে গ্রহণার্থে কোরানে হাকিম বর্ণনা করেন, তাহারা "জলুম" ও "জহুল," অবুঝ ও মূর্খ; তাই এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে।

এই স্থলে অবস্থা মত দেখা যায় মানবে সঞ্চিত আদি গুণ "জিবিল্লতে শয়তানী" বা শয়তানী স্বভাব যাহা গুণ-গরিমা প্রকৃতি প্রভাবে নিজকে শ্রেষ্ঠ ও বেশী মনে করা জনিত দোষে প্রাকৃতিক ও স্বভাবসিদ্ধভাবে জালেম ও নিজকে অপদস্থকারী। এই স্থলে ফেরেস্তা-স্বভাব আনুগত্য গুণ নিষ্প্রভ ছিল। মানবীয় গুণ ও পরিণাম জ্ঞানহীন ছিল। যেহেতু নাছুতী বা দৃশ্য জগত উপস্থিত কাম্যচিত্তই এখানে চেতনা সম্পন্ন ছিল। তাই এই স্তরে ব্যক্তি সত্ত্বা আত্ম পরিচয়ের অভাবে মানবতা বা ইন্ছানে কামেল যাহা খোদার প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন এবং খোদা-ভেদী ইহা না জানার দরুণ মূর্খ ও অজ্ঞ অপরিণামদর্শী ছিল।

কাজেই এই "হেজাবে জোলমানী" বা স্থূলজগত নাছুত প্রেরণা প্রাধান্য দৃশ্য মাটির মানুষ, শয়তানের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার বাণী "মা মানা'য়াকা আন্ তছজুদা লেমা খালাকতু বে এদাইয়্যা" এই মর্মমতে দুই শক্তি বস্তু মালাকুতী বা ফেরেশ্‌তা প্রকৃতি এবং নাছুতী বা শয়তানী প্রকৃতির সম্মিলনে, প্রশংসিত আকৃতিতে ছুরতে মোহাম্মদী রূপে গঠিত মানব اَحْسَنِ تَقْوِيم "আহছনে তাকবীম" বা শ্রেষ্ঠতম গঠনে সৃষ্ট ইনছানই খোদার যথাযথ বিকাশ স্থলে পরিণত। এই সৃষ্ট আদমই খোদার খলীফা, খোদায়ী প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ এবং খোদার স্বভাবে স্বভাবিত। রসুলের বাণী "খালাকাল্লাহু আদামা আলা ছুরতেহি" এর ভাবার্থে খোদাভেদী খোদার অবয়ব গুণে গুণান্বিত। এহেন অবস্থায় ইনছান মানব সত্ত্বা আয়না বা দর্পণ সদৃশ। খোদা-ভেদী আদম তাঁহার খোদা "নমা" বিকাশ আকৃতির জন্য নিজের অলক্ষ্যেই এরফানে এলাহি বা খোদা পরিচিতি তত্ত্বের জিম্মাদারী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহা তাঁহার জ্ঞানের গণ্ডির বাহিরে ছিল এবং জানিবার অবকাশই ছিল না। তাঁহার সৃষ্টি নিপুণতাই তাঁহাকে অলক্ষ্যেই স্রষ্টা-পরিচয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। যেমন আয়না পরিষ্কার ও আড়াল মুক্ত হইলে সম্মুখের সমস্ত কিছুই প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রুপ মানব অন্তর পরিস্কার ও আড়ালমুক্ত হইলে খোদার গুণ গরিমা, সত্য সত্ত্বা অলক্ষ্যেই আয়ত্ব হইয়া যায়। যেহেতু খোদাতায়ালাই নিত্য সত্য ও বিদ্যমান সত্ত্বা। সুতরাং এই স্তরে তাহাকে "জলুম" নিজের উপর অত্যাচারী এবং "জহুল" বা অজ্ঞ বলা অযৌক্তিক নয়। যেহেতু সে ব্যক্তিও ব্যষ্টির টানে দিশেহারা।

মাটির বালি যেইরূপ দর্পণ যোগ্যতা রাখে, তদ্রুপ মাটির মানুষও উর্দ্ধ জগতের অজানা সূক্ষ্ম বস্তু বিকাশের যোগ্যতা সম্পন্ন যাহা সূক্ষ্ম ফেরেশ্‌তা জগতের ও রূহানীয়তের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত এবং মানবের হুস, চিন্তার পর্যায়ভুক্ত। তাই এই দৃশ্য জগতে মাটির সৃষ্ট মানব, স্রষ্টা বা জাতে এলাহীর দর্পণ তুল্য। খোদার রূপে রূপায়িত, গুণে গুণান্বিত, বরজখ খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত; মঙ্গলকামী বর্ধনকারী, এই বিশ্বের "রব" পালনকর্তা খোদা প্রতিভূ। এই কারণে মানব নিজকে খোদার

মহাশক্তির আধার ও খোদায়ী শক্তির স্পন্দন, দর্শন, সৃষ্টির "উলুহিয়তের" স্তরে বিলিন, ঐ সত্ত্বাতে বিদ্যমান ও শক্তিতে শক্তিমান বুঝা, দেখা একান্ত দরকার। তাহা না হইলে নিজ ও স্রষ্টার পরিচয় "এরফান" বা "মায়ারেফাতের" আমানত আদায় হইতে পারে না। যাহা "মন আরাফা নফ্ছাহু ফকদ্ আরাফা রব্বাহু" হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কোরান মতে স্ত্রী পুরুষ সকলের উপর এই পরিচয় ওয়াজেব বা অপরিহার্য্য কর্তব্য। ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানব জাতিই ইহার জন্য দায়ী।

আদি পিতা হজরত আদম (আ.) নাছুতী প্রেরণা কামনার দিকে একটুখানি ঝুকিয়া পড়ার ফলে তিনি গণ্ডির আড়ালে তিমিরে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহার ফলে তাঁহার বিশাল সূক্ষ্ম শক্তি হারাইয়া তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া "রব্বানা জালামনা" বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হাফেজ সিরাজী (রঃ) এর পরিভাষায় বলিতে হয় ঃ–

ایں بادہ کہ پرورد کہ خمار خرابات
از بوے بہشتیش زخود بخیر افتاد

এই অনর্থকারী শরাবকে কে পালন করিয়াছে? ইহা কি সত্য নহে, তিনি অলক্ষ্যেই বেহেস্তের গন্ধ হইতে পড়িয়া গিয়াছেন। যদ্দারা নাছুতী প্রেরণা, স্বার্থ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপুজালের আড়ালে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হইতে মুক্তির জন্য ও বিশ্ব শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে "শরাহ শরীয়ত", আইন কানুনের অপরিহার্য্যতা দেখা দেয় এবং খোদার বাণী প্রেরিত হয়।

اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۝-

তোমাদের কাছে আমার নিকট হইতে হেদায়ত ও সৎ পথে পরিচালনাকারী নীতি আসিবে। যে ব্যক্তি আমার হেদায়তের অনুসরণ করে তাহার কোন ভয় নাই এবং কোন প্রকার চিন্তাযুক্তও হইবে না। পরের বাণীতে শেষ পয়গাম্বরের মুখে প্রকাশ করেন ঃ–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (العمران٣١ اية)-

"বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে ভালবাসা করিতে চাও; আমার আনুগত্য গ্রহণ কর; খোদা নিজেই তোমাদিগকে ভালবাসিবেন। তোমাদের মলিনতা, পাপ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ার্দ্র।"

আনুগত্যের এই কৌশল বাণীতেই কোরান ঘোষণা করে যে হাকীকতে মোহাম্মদী বা ইন্‌ছানে কামেলের আনুগত্যই খোদার আনুগত্য। খোদার অনুগ্রহ লাভের জন্য খোদা অনুরাগীর এই আনুগত্য একান্ত প্রয়োজন।

না চিনিলে আনুগত্যের প্রশ্নই উঠেনা, তাই প্রথমে নিজের ও কামেল ব্যক্তির খোদা-ভেদী পরিচয় অপরিহার্য্য। যাহা ছাড়া অনুকরণ অনুসরণ সম্ভবই নহে এবং অনুকরণ অনুসরণ ব্যতিত শিক্ষা দীক্ষা হইতেই পারে না।

অতএব, এই হাকীকতে মোহাম্মদী (দঃ) বা মানব সত্ত্বাকে বুঝা সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যে ১নং নক্সাতে একটি "গ্লোব" নক্সা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম (১) মানব সত্ত্বা কোন্‌খানে বিরাজ করে? (২) তাহার উপরিস্থিত সূক্ষ্ম জগতে কি? (৩) নিম্নে কি? (৪) কোন্ স্তরের প্রেরণা কি? উর্দ্ধ জগতের সহিত নিম্ন স্তরের যোগাযোগ বা সাদৃশ্য কি? (৫) খোদা, ইন্‌ছানে কামেল বা হাকীকতে মোহাম্মদী কি ভাবে অবস্থিত, বৃত্ত হিসাবে কিরূপে অভিন্ন, যাহার ফলে মোহাম্মদ (দঃ) এর কণ্ঠস্বর কোরান মজিদকে খোদার বাণী, মোহাম্মদের হাতকে খোদার হাত, মোহাম্মদের কাজকে খোদার কাজ বলা শুদ্ধ এবং ইহার উপর বিশ্বাস করা কর্তব্য ও ঈমানের অঙ্গ বিশেষ। আর এই ইন্‌ছানে কামেলই প্রকৃত শিক্ষাগুরু ও দিশারী। মওলানা বলেন ঃ–

اسم ہر چیزے تو از دانا شنو ☆ سر رمز علم الاسماء شنو (مثنوی)-

অর্থাৎ ঃ– সৃষ্ট বস্তুর নাম ও পরিচয় জ্ঞান জ্ঞানীর নিকটেই শিখ। যেহেতু আদমকেই সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। "আল্লামা আদামাল আছ্মায়া কুল্লাহা" আয়াতে-কোরানীর মর্ম্ম-রহস্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর।

ادمی بودہ ست ان سر قدیم ☆ تاکہ دانامی شود او از نعیم (حسین)-

(গ্রন্থকার) মানবই আদি গুপ্ত রহস্য। নচেৎ "রহমান, রহিম গুণান্বিত স্রষ্টার নেয়ামতাদির পরিচয় লাভ করা সম্ভব হইত না। সৎ কার্যানুরাগীর পুরস্কার স্বরূপ স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য, তাহার ব্যবহার বিধি ও তদ্‌উপকার মানব জাতি দ্বারা প্রস্ফুটিত হইত না। পদার্থ বা বস্তু-জ্ঞান জনিত সৃষ্টির নব আবিষ্কার, তাহার মঙ্গলদায়ীরূপ এবং বিশ্ব সমস্যার যাবতীয় সমাধান নূতন নূতন রূপে প্রকাশ পাইত না। বরং সৃষ্টি বিপর্যয় ঘটিত, যাহা পবিত্র কোরান পাকে "বদীউচ্ছমাওয়াতে অল্ আরদ" বাণীতে বিঘোষিত। মানবের চিন্তা ধারাই তাহার উৎস দেখা যায়। যেহেতু মানব, স্রষ্টার সৃষ্টি বস্তুর নিয়ন্তারূপে বিকশিত।

প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করার পূর্বে তদ্‌আবশ্যকীয় বস্তুর সৃষ্টি করাই ছিফতে "রহমানী" এবং মওজুদ বস্তুকে তদ্‌গরজ বা আবশ্যক মতে পরিচালিত করার ফলে যে উপকার পাওয়া যায় তাহা 'রহিমী' গুণেরই বিকাশ। যেমন পানিকে যথাযথ পথে পরিচালনায় উপকার ভোগ। খনিজ পদার্থকে বিশ্ব উপকারে ব্যবহার এবং উদ্ভিদ ও পশুকে যথাযথ ব্যবহারের ফলে উপকার লাভ করা ইত্যাদি রূপ কোরানে পাকের মর্মবাণী উপলব্ধির যোগ্যতা একমাত্র মানবেরই। তাই হজরত আল্লামা ইবনে আরবী তাঁহার লিখিত তফছীরে ছুরা ফাতেহার "মগজুব" ও "দোওয়াল্লীন" শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা স্বরূপ লিখিয়াছেন, যাহারা খোদার "রহমান" বা দয়াল নামের ভরসায় ভোগ বিলাসে মত্ত এবং দৈহিক প্রেরণায় মশগুল, আসক্ত রূহানী রহস্য হইতে গাফেল মাহরূম; তাহারা "মগজুব" বা অভিশপ্ত ইহা "ইহুদীয়ত"। যাহারা খোদার সৃষ্ট বস্তুকে ব্যবহারের দ্বারা কাজে লাগায় না এবং সৃষ্ট বস্তুর মঙ্গলজনক উপকার ভোগ করে না বরং গাফেল, আল্লাহ্ তায়ালার দান

হিসাবে স্বীকার করেনা তাহারা “দোওয়াল্লীন” বা পথভ্রষ্ট ইহা “নছরানীয়ত”। যাহারা খোদাকে সমস্ত গুণে গুণান্বিত বিশ্বাস করে তাহারাই অদ্বৈত খোদার প্রতি বিশ্বাসী ও “মোছলেম”। কাজেই এই মানব বা আদম খোদাতা'য়ালার “ফায়ালী”[১] গুণের বিকাশ এবং দৃশ্যমান নাছুত জগত তাঁহার “মুনফায়ালী”[২] গুণেরই প্রকাশ। যাহার ফলে আদম (আ.) অলক্ষ্যেই এই নাছুত জগতের দিকে প্রভাবান্বিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যেহেতু এই “মুনফায়ালী” গুণজ শক্তি দৃশ্যজগত অধির চিত্তে এক “ফায়ালী” গুণজ শক্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ২নং নক্সাতে ঃ–

(১) উর্দ্ধ সূক্ষ্ম রূহানী মলকুতী জগতের প্রেরণা এবং নিম্ন স্থুল বা দৃশ্যমান নাছুত জগতের প্রেরণা, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রকৃতি, রূহে-ইন্‌ছানী এবং নফ্‌ছে ইন্‌ছানীর প্রভাবকেন্দ্র কলবে ইন্‌ছানীতে কিভাবে প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রত এবং এই প্রভাবের ফলে এই নফ্‌ছে ইন্‌ছানীর নাম কোন স্তরে কি? (২) এই নফ্‌ছে ইন্‌ছানীর প্রভাবিত কর্ম কি? (৩) ইহার অবস্থান ক্ষেত্র কোথায়? (৪) ইহার হাল প্রকৃতি কি? (৫) এই স্তরের খোদা অবতীর্ণ ধর্ম কি?

এই দুইটি নক্সার প্রতি গবেষণামূলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই পাঠকমণ্ডলী বুঝিতে সক্ষম হইবে যে, ইনছানে কামেল বা হাকীকতে মোহাম্মদী (দঃ) এর সঙ্গে স্রষ্টার প্রতিনিধিত্বের বদৌলতে নিকটতম ও অভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান পরিদৃষ্ট হয়। তাই গঞ্জে রাজে মছনবীতে আল্লামা আবদুর রহমান ছাহেব লিখেন ঃ–

بصور محمد فروغ خدا ☆ تجلی چوں آمد محمد کجا

خدارا امکن از محمد جدا ☆ محمد خدا اشد محمد خدا

---

[১] কর্মক্ষম [২] কর্মসাক্ষী।

অর্থাৎ ঃ–

(১) মোহাম্মদ (দঃ) এর আকৃতিতে খোদার আলো প্রজ্বলিত। যখন খোদার জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হইল; জড় দৃশ্য মোহাম্মদ কোথায় রহিল!

(২) খোদাকে মোহাম্মদ (দঃ) হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিও না, এই স্তরে মোহাম্মদ (দঃ) দৃশ্য মাটি বিবর্জিত খোদার জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। যেমন কয়লা দগ্ধ হওয়ায় আগুণে পরিণত হয়।

উর্দ্ধ জগত ও নিম্ন জগতের পারিপার্শ্বিকতার তারতম্যজনিত অবস্থার প্রভাবে কার্য্য বিশেষে বিভিন্ন নামে নফ্ছে ইনছানীর পরিচিতি পরক্ষণে দেখাইতে চেষ্টিত হইয়াছি। প্রথমঃ– নফ্ছে ইনছানীর বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী নাম। দ্বিতীয়ঃ– স্তর অনুযায়ী কার্য কি? তৃতীয়ঃ– স্তর অনুপাতে অবস্থান ক্ষেত্র কোথায়? চতুর্থঃ– কোন্ স্তরের হাল বা প্রকৃতি কি? পঞ্চমঃ– কোন্ স্তরের অবতীর্ণ ধর্ম কি?

এই দুইটি নক্সা ও অবস্থামতে বুঝা যায়, ইনছানে কামেল বা হাকীকতে মোহাম্মদীর (দঃ) সঙ্গে স্রষ্টা বা খোদার নৈকট্য ও অভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান। বরং খোদাতায়ালাই সর্বত্র, সর্বোপরি বিদ্যমান ও বিরাজিত। সৃষ্টি ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য ও কল্পিত বস্তু মাত্র। স্রষ্টা ভিন্ন সৃষ্টি অস্তিত্বহীন এবং মিথ্যা।

মেশকাতে হককানী নামক কেতাবে দেওয়া শরীফের হজরত হাজী ওয়ারেছ আলী (রঃ) বলেনঃ– যখন আমি থাকিনা তখন কে থাকে?

অতএব দেখা যায় স্রষ্টা, সৃষ্টি ও নিজ সম্বন্ধে এতটুকু অবগতি প্রত্যেক নরনারীর জন্য অপরিহার্য্য কর্তব্য। যাহাকে এরফান বা মায়ারেফাত বলে।

"মায়ারেফাত" ও খোদাতত্ত্ব জ্ঞান অর্জন এবং সূক্ষ্ম দর্শনের জন্য, আরেফ বা খোদাতত্ত্ব জ্ঞানীর আনুগত্য ও অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। যাহার ফলে পীরি-মুরীদী প্রথা, ছুন্নতে-মোস্তফা হিসাবে জারী দেখা যায়।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذْ جَائَكَ الْمُؤْمِنَاتِ يُبَايِعُنَكَ عَلٰى اَنْ لَّايُشْرِ كْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَايَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَايَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ ط اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝-

যুগের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার তাগিদে বিভিন্ন বুজর্গানে দীনেরা ভিন্ন ভিন্ন তরীকা ও সফলতার পন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ দেখা যায়। যাহাতে (১) অজিফা (২) দরূদ (৩) তেলাওয়াতে কোরান (৪) তেলাওয়াতে অজুদ (৫) আল্লাহ্তায়ালার নামাবলীর স্মরণার্থে "জলী" "খফী" জিকির (৬) ফিকির (৭) সংযম (৮) প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি, অনন্ত পন্থার সন্ধান দিতে দেখা যায়। কোরআনের আয়াত:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

ইহার সাক্ষী বহন করে।

অতএব উপরোল্লিখিত মতে, সুপ্রসিদ্ধ কাদেরীয়া তরীকানুযায়ী বেলায়তের অনুসারীদের জন্য (১) بيعت বা আনুগত্যের দস্তুর (২) জিকিরের নিয়ম (৩) ধ্যান ধারণার নিয়মাবলী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) প্রথমে পীর মুরীদকে তায়াউজ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ শিক্ষা দিবে। অর্থাৎ আমি অভিশপ্ত শয়তান হইতে নিরাপত্তা প্রার্থী। যেহেতু সে নিজকে বেশি কিছু মনে করায় অপদস্থ হইতে বাধ্য হইয়াছে।

(২) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করাইবে।
অর্থঃ– আমি দয়ালু দাতা আল্লাহ্পাকের নামে আরম্ভ করিতেছি।

(৩) দরূদ শরীফঃ–
اَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

(৪) ইহার পর বলিবে اٰمَنْتُ بِاللهِ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ

অর্থঃ– আমি আল্লার প্রতি বিশ্বাসী এবং তাঁহার অবতীর্ণ ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাশীল।

(৫) اٰمَنْتُ بِرَسُوْلِ اللهِ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلٰى مُرادِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থঃ– আল্লাহ্ তায়ালার প্রেরিত মহাপুরুষের প্রতিও বিশ্বাসী এবং তাঁহার ইচ্ছাকৃতভাবে যাহা কিছু নিয়া আমাদের নিকট আসিয়াছেন তাহার প্রতিও প্রগাঢ় বিশ্বাসী।

(৬) সমস্ত বাতেল ধর্ম-বিধান ও অন্যায় পাপকার্য হইতে বিরতি ঘোষণা করিতেছি।

وَتَبَرَّئْتُ مِنْ جَمِيْعِ الْاَدْيَانِ وَالْعِصْيَانِ وَاَسْلَمْتُ الْاٰنَ وَاَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَبَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاسِطَةِ خُلَفَائِهٖ عَلٰى طَرِيْقَةِ الْقَادِرِيَّةِ بِسِلْسِلَةِ حَضَرَتِ مَجَدَّدِ دَهْرِهٖ غَوْثِ پَاكْ بَهَنْدَارِىْ قَدَّسَ سِرَّهُ الْعَزِيْزِ عَلٰى اَنْ لَّا اَشْرِكَ وَلَا اَسْرِقَ وَلَا اَزْنِىْ وَلَا اٰتِىْ بِبُهْتَانٍ اَفْتَرِيْهِ بَيْنَ يَدَىَّ وَلَا اَعْصِيْهِ فِىْ مَعْرُوْفٍ وَبَايَعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاسِطَةِ خُلَفَائِهٖ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَبِاقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۝

অর্থঃ– আমি এই মুহূর্তে স্বীকার করিতেছি যে, একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যেই আত্মসমর্পণ করিলাম। সর্বান্তকরণে ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার অনুগত রসুল হন।

(৭) আমি আমার ধর্মীয় এখতেয়ার বা ইচ্ছা শক্তিকে খোদার প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট তাঁহার অনুগামী খলিফা বা প্রতিনিধিগণের মধ্যস্থতায় কাদেরীয়া তরীকাতে, ঐ তরীকার যুগ সংস্কারক মোজাদ্দেদ হজরত গাউছুল আজম

মাইজভাণ্ডারীর প্রদর্শিত মতে অনুসরণ করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি। এবং স্বীকার করিতেছি আমি (১) শিরিক করিব না। (২) চুরি করিব না। (৩) জেনা বা বলাৎকার করিব না। (৪) সৃষ্টি করা কোন মিথ্যা প্ররোচনায় লিপ্ত হইব না। (৫) এবং সৎকার্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না।

(৮) আমি রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এর নিকট তাঁহার আছহাব ও খলিফাগণের মধ্যস্থতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি। (১) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। (২) নামাজ কায়েম রাখিব। (৩) রমজান মাসে রোজা রাখিব। (৪) আল্লাহ্ তায়ালা যোগ্যতা দান করিলে জাকাত আদায় করিব। (৫) সমর্থ হইলে হজ্ব করিব।

(৯) তৎপর মুরীদকে কলেমায়ে "লা এলাহা ইল্লাল্লাহু" لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ চার জর্বি অর্থাৎ লতিফায়ে নফ্ছ হইতে উত্থিত করিয়া লতিফায়ে আখ্‌ফাতে শ্বাস বন্ধ অবস্থায় লতিফায়ে কলবে ছাড়িয়া জরব করা শিক্ষা দিবে। অর্থাৎঃ– এই চারি লতিফা যথা– (১) লতিফায়ে নফ্ছ যাহা নাভিমূলে অবস্থিত, তাহা হইতে "لَا" শব্দ উত্থিত করিয়া (২) লতিফায়ে "রূহ্" যাহা বক্ষের ডান পাশে স্পর্শ করিয়া (৩) লতিফায়ে "আখ্‌ফা" উম্মে দেমাগে ব্রক্ষতালু পর্যন্ত اِلٰهَ শব্দ নিশ্বাসের প্রভাবে টানিয়া শ্বাস বন্ধ ক্রমে' اِلَّا اللهُ শব্দ (৪) লতিফায়ে "কলব" যাহা বক্ষের বাম পার্শ্বে, হৃৎপিণ্ডতে ধ্যানপূর্বক নিশ্বাসের জোরে সশব্দে বার বার ضَرَبَ বা আঘাত করিবে। যেন ঐ হৃৎপিণ্ড বা কলব আল্লাহ্ নামের সংঘাতে গরম হইয়া উঠে। যেমন হাতের উপর হাত ঘর্ষণে গরম হয়। যদ্বারা মানব দিল বা কলব হইতে অন্য ধ্যান ধারণা দুরীভূত হইয়া, আল্লাহ্‌র প্রেমজ ভাব ধারাতে সজাগ ও চেতনা সম্পন্ন হইয়া উঠে। এইভাবে ১০ দশবার কিংবা ১০০ একশত বার জিকির করার পর একটু দম নিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

এবং লতিফাগুলি জিকির রত ও সজাগ আছে কিনা? ধ্যান করিবে। যদি ধ্যানে বুঝিতে বা শুনিতে সক্ষম হও; তখন মনে মনে বলিবে– (১) আমি অন্য কোন

বস্তু ছাড়া একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাকেই ভালবাসি। (২) আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছুই আমার কাম্য নয়। (৩) একমাত্র আল্লাহ্তায়ালাই মওজুদ ও সর্বস্তরে বিরাজমান। নিজ ও পর অস্তিত্ব বিলুপ্তি পূর্বক একমাত্র খোদার অস্তিত্বকে বিদ্যমান বোধ জাগ্রত করতঃ দৃশ্যে অদৃশ্যে, গুপ্তে ও ব্যক্তে ভিতরে ও বাহিরে তিনিই মওজুদ ও বিরাজিত মনে করিবে।

উক্ত চারি লতিফা জাগ্রত হওয়ার পর এই খোদা পথচারী ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া অপর দুই লতিফা "ছির" ও "খেফা" যাহা বক্ষ স্থল ও আখফাকে বুঝায়; লতিফায়ে নফ্ছের সহিত সংযুক্ত করিবে। যথাঃ– এই জিকিরের শেষোক্ত আল্লাহ্ শব্দকে নাভিমূল হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্যানে (১) سَمِيْعٌ আল্লাহ্ শুনেন, বক্ষ স্থলে লতিফায়ে "ছির" পর্য্যন্ত (২) بَصِيْرٌ আল্লাহ্ সব কিছু দেখেন বক্ষস্থল হইতে দেমাগস্থল লতিফায়ে আখ্ফাতে (৩) عَلِيْمٌ আল্লাহ্তায়ালা সব কিছু জানেন।

লতিফায়ে আখ্ফা হইতে আর্শ তক উরূজ করতঃ ধ্যান করার পর পুনঃ নিম্নমুখী নুজুল পূর্বক ধ্যানে জিকির করিবে। بِىْ يَعْلَمُ (আমার জানাতে জানে) খেয়াল করিয়া আর্শ হইতে লতিফায়ে আখ্ফা বা দেমাগ তক্ নুজুল করিবে। بِىْ يَبْصُرُ (আমার দেখাতে দেখে) দেমাগ হইতে বক্ষ স্থলে "ছির" লতিফা তক; بِىْ يَسْمَعُ (আমার শুনাতে শুনে) লতিফায়ে "ছির" হইতে নাভিমূলে "নফ্ছ" পর্যন্ত জিকিরে খফি বা ধ্যান করিবে। এই ভাবে উত্থান পতনের দস্তুর মত আল্লাহু ছমীউন, আল্লাহু বছীরুন, আল্লাহু আলীমুন।

اَللّٰهُ بَصِيْرٌ اَللّٰهُ عَلِيْمٌ اَللّٰهُ سَمِيْع

উত্থানের সময় এবং নুজুল বা অবতরণের সময় আমার জানা তাঁহার জানা; আমার দেখা তাঁহার দেখা; আমার শুনা তাঁহার শুনা ধ্যান মূলে কল্বী জিকির করিতে থাকিবে। ভাব-ধ্যান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেবল হু هُوْ- শব্দ ছাড়া অন্য কিছুই থাকিবেনা। উত্থান পতনের সহিত এভাবে জিকির করিতে থাকিবে! হাল্ জজ্বা মহাবিয়ত বিভোর-চিত্ততা রূপে নিজ হাস্তীকে খোদার হাস্তীতে বিলীন এবং

নিজ খোদীকে খোদা তায়ালার বিদ্যমানতায় অনুভব করিবে। ফলে বান্দার দ্বিত্ব বিলীন বুঝিবে। সুতরাং হাদীছের মর্ম মতে “তকর্‌রুবে নাওয়াফেল” দরজা দেখা দিবে।

حديث: لا يزالُ العبدُ يتقرّبُ اِلَىَّ بالنّوافلِ حتّى اَحبّه فاذا احبّه كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذى يَسمعُ به وبصره الّذى يَبْصُرُبه ولِسانهِ الّذى يَنْطِقُ به ويده الَّتى يبطشُ بها ورجله الَّذى يسعى به بى يَسمَعُ وبى يبصر وبى ينطق وبى يعقل وبى يبطش وبى يمشى (الحديث)۔

অর্থঃ– বান্দা যখন অতিরিক্ত সৎকার্য্য দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে, তাহার কর্ণ, চক্ষু, জবান, হাত ও পা আমার হইয়া যায়। তখন সে আমার দ্বারা শুনে, আমার দ্বারা দেখে ও কথা বলে এবং আমার দ্বারাই জ্ঞান দান ও অর্জন করে; আমার হাত দিয়া ধরে এবং আমার পায়ে চলাফেরা করে। অর্থাৎ এই স্তরে বন্দার অস্তিত্ব বিনাশিত একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বই বিদ্যমান।

বিশ্বে খোদা অনুসারীদের বিভিন্ন পদ্ধতির বৈষম্য দেখা গেলেও সকল ধর্মের আধ্যাত্মিক ধর্ম মত এইখানে অভিন্ন। সকলেই স্বীকার করে, মানবতার মানবীয় দুর্বলতা-রিপুর আড়াল বিমুক্ত হইলে সেই মানব খোদার বিকাশ স্থলে পরিণত হয়। তখন খোদাকে তাহা হইতে এবং তাহাকে খোদা হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। তাঁহার কাজ খোদার কাজ তাই তাঁহাকে ইন্‌ছানে কামেল বা পূর্ণতা অর্জিত মানব বলা হয়। যেমন পানি ও চিনির সংমিশ্রণে সরবত তৈয়ার হয়, এই স্থলে চিনি দৈহিক লুপ্ত হইলেও গুণজ ব্যক্ত।

তদ্রুপ কয়লায় যখন আগুন ব্যক্ত ও কার্যকরী হয় কয়লার স্বরূপ লুপ্ত হইয়া আগুন বলিয়াই দাবী করে, যদিও অবয়ব থাকে।

এই স্তরেও মানবের তমঃ চরিত্র গুণ বিলুপ্তির ফলে তাহার প্রকৃত স্বরূপ খোদার গুণে গুণান্বিত, রূপে রূপায়িত এবং ঐ শক্তিতে শক্তিমান দেখা যায়।

ফলে এই ইন্‌ছানে কামেল জ্বলন্ত কয়লার মত অপর ব্যক্তিকে দাহন পূর্বক তাহার চরিত্র মলিনতা দূর করতঃ নিজের মত খোদায়ী জ্যোতিতে উজ্জ্বল করিতে সমর্থ। ছুফী পরিভাষায় যাহাকে ফয়জ বরকত ও তছর্‌রোফ বলে।

এতদ্‌ছাড়া এই তজকীয়া বা শুদ্ধি পদ্ধতিতে বিভিন্ন বুজর্গানের বিভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি দেখা গেলেও "হেজাবে জোল্‌মানী" বা দৈহিক চারিত্রিক আঁধার বা আড়াল বিদূরিত করার ব্যাপারে সকলই একমত।

ভিন্ন পন্থা যথা– (১) তাছাওয়োরে শায়খ অর্থাৎ ফানী ফিল্লাহ্‌, বাকী বিল্লাহ্‌, ছায়রে মায়াল্লাহ্‌র অধিকারী পীরে কামেলের চেহারা বা মুখমণ্ডল ধ্যান করা ও জ্ঞান জ্যোতিঃ আহরী দিল্‌ সৃষ্টি করা। (২) ছালেক নিজ মুখমণ্ডলে আরবী اَللّٰهُ শব্দের প্রতিচ্ছবি মনে করতঃ খোদাতায়ালার নুরানী জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়, তাঁহার রূপে রূপায়িত গুণে গুণান্বিত ধ্যানে, তেলাওয়াতে অজুদ করা।

মোখালেফাতে নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বহু পন্থা দেখা গেলেও সুপ্রসিদ্ধ কাদেরীয়া তরীকা মতে যাহা ঝামিলা মুক্ত ও নিরাপদ, সর্বজন উপযোগী, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। অবশ্য পীরে কামেল, মুরীদের অবস্থানুসারে জিকিরে "ফরোয়ী" অর্থাৎ শাখা বা ধ্যানমূলক জিকির যথা উল্লেখিত মতে ছমীউন, বছীরুন, আলীমুন। পরে ছালেক বা মুরীদের অবস্থাদৃষ্টে ইছমে আজম মুরব্বী শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ছালেক বা পথচারীর যদি স্বপ্নে, এলহামে জিকিরের সময় বেএখতেয়ারী খোদার অন্য কোন গুণজ নাম জারি হয় অথবা ধ্যানে জাগ্রত হয়। যেমনঃ– اللهُ مَعِى আল্লাহ্‌ আমার সঙ্গে "আল্লাহু হাজেরী", "নাজেরী", কোন অসুবিধা নাই এবং ফল ভাল বুঝিলে মানা নাই।

এতদ্ব্যতীত কাদেরীয়া তরীকানুযায়ী সপ্ত প্রকার নফ্‌ছে ইন্‌ছানীর বা মানব সত্ত্বা ও প্রবৃত্তির বিভিন্ন স্তরে নাম, অবতীর্ণ ধর্ম, অবস্থান ক্ষেত্র, প্রকৃতি বা স্বভাব, মুক্তির জিকির ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিপিবদ্ধ করিলাম। যাহাতে পাঠক, নফ্‌ছের অবস্থানুযায়ী নিজ স্থিতি কোথায় বুঝিতে ও সহজে মুক্তির উপায় উপলব্ধি করিতে পারে।

এই জিকিরসমূহ পীরের নির্দেশিত নির্দিষ্ট সংখ্যা পঁচাত্তর হাজার বা ষাট হাজার বার আদায় করার পর, ছালেক খতমে জিকির, খোদাতায়ালার নিকট "মকবুল" বা গৃহীত হওয়ার জন্য ঐ নিয়তে চারি রাকায়াত নফল নামাজ আদায় করা আবশ্যক এবং প্রত্যেক রাকায়াতে তিনবার ছুরা এখলাছ ও দশবার দরূদ শরীফ পড়িবে।

ছালাম ফিরাইয়া কান্নাজারী পূর্বক খোদাওন্দ করিমের নিকট বলিবে ঃ– "হে বারে খোদা! এই খতমে জিকিরের বরকতে আমার নফ্ছে আম্মারা ও লাওয়ামাকে আমার অনুগত করে দাও।" ঐ নফ্ছের কু-স্বভাব দূর করতঃ আমার কলবকে তোমার ঈমানের নূরে প্রজ্বলিত করে দাও। ব-তোফায়েলে আমার পীরে তরীকত। নিজের পীরের নাম উল্লেখ করিয়া সেই ছিলছিলার সমস্ত বুজর্গানের নাম পর্যায়ক্রমে নবী করিম (দঃ) পর্যন্ত উল্লেখ করিবে। তাঁহাদের রূহ্ মোবারকের ফয়জ, বরকত, হাল জজ্বার হিচ্ছা কামনা করিয়া নিজের কলব ছাফাই বা শুদ্ধি কামনা করিবে ও ধ্যান রাখিবে। যাহা "আম্মারা" ধ্যান পদ্ধতিতে লিখা আছে। ১নং/২নং নিয়ম দ্রষ্টব্য। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন মকামে ঐ স্থানে উল্লেখিত মতে ধ্যান করিবে।

এই তরিকার ছিল্ছিলাতে ফতুর না আসে মত কেহ যদি পীরে তাফাইয়োজের নাম উল্লেখ করে তাহা দোয়ার জন্য পারা যায়। শজরাতে মাত্র পীরে বায়াত অর্থাৎ পীরে তরীকতের নামই থাকিতে হইবে।

১। এলাহী বেহোর্মতে মতলুবুত্তালেবীন, জুবদাতুল আরেফীন ছোলতানুল মোকার্‌রেবীন, কুতবুচ্ছমাওয়াতে অল্ আরদীন, নুরুল আলম, গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু দামা ফয়জাহু

২। এলাহী বেহোর্মতে হাজীউল হারমাইন শাহ্ ছুফী ছৈয়দ মোহাম্মদ ছালেহ লাহুরী কাদ্দাছা ছির্‌রাহু।

৩। এলাহী বেহোর্‌মতে হাজী শাহ্‌ ছুফী লকিতুল্লাহ্‌ (কঃ)

৪। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত হাদীয়ে আশেকীন শাহ্‌ ছুফী আহমদ উল্লাহ্‌ (কঃ)

৫। এলাহী বেহোর্‌মতে ছাহেবে তায়াজীম ও তাকরীম মোতাওয়াক্কেল আলাল হাইউল কাইয়ুম শাহ্‌ ছুফী মোহাম্মদ দায়েম (কঃ)

৬। এলাহী বেহোর্‌মতে কুতুবুল আকতাব হজরত মওলানা মোহাম্মদ মোনায়েম (কঃ)

৭। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহ্‌ ছুফী খলিলুদ্দীন (কঃ)

৮। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহ্‌ ছুফী ছৈয়দ জাফর হোসাইনী (কঃ)

৯। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহ্‌ ছুফী ছৈয়দ আহলুল্লাহ্‌ (কঃ)

১০। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহ্‌ ছুফী নেজামুদ্দীন কাদেরী (কঃ)

১১। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহ্‌ ছুফী তকীউদ্দীন কাদেরী (কঃ)

১২। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহ্‌ ছুফী ছৈয়দ নছীর উদ্দীন (কঃ)

১৩। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহ্‌ ছুফী মাহমুদ কাদেরী (কঃ)

১৪। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহ্‌ ছুফী ফজলুল্লাহ্‌ (কঃ)

১৫। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহ ছুফী কুতুবুদ্দীন রওশন জমীর (কঃ)

১৬। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহ্‌ ছুফী নজমুদ্দীন গজনবী (কঃ)

১৭। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহ ছুফী ছৈয়দ মোবারক গজনবী (কঃ)

১৮। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহ্‌ ছুফী নেজামউদ্দীন গজনবী (কঃ)

১৯। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শাহাবুদ্দীন ছরওয়ার্দী (কঃ)

২০। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শায়খ কুতুবুল আলম গাউছুল আজম শাহ্‌ ছুফী ছৈয়দ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী আলহাছানী ওয়াল হোছাইনী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

২১। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত শায়খ ইবনে মোবারক আবু ছৈয়দ মখ্‌জুমী (কঃ)

২২। এলাহী বেহোর্‌মতে হজরত মওলানা আবুল হাছান কোরাইশী (কঃ)

২৩। এলাহী বেহোর্মতে হজরত আবুল ফারাহ্ তারতুছি (কঃ)

২৪। এলাহী বেহোর্মতে হজরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহেদ তমিমী (কঃ)

২৫। এলাহী বেহোর্মতে হজরত শায়খ আবদুল আজিজ তমিমী (কঃ)

২৬। এলাহী বেহোর্মতে হজরত আবু বকর শিবলী (কঃ)

২৭। এলাহী বেহোর্মতে হজরত জোনায়েদ বগদাদী (কঃ)

২৮। এলাহী বেহোর্মতে হজরত শায়খ ছির্রে ছক্তী (কঃ)

২৯। এলাহী বেহোর্মতে হজরত শায়খ মারূফে কার্খী (কঃ)

৩০। এলাহী বেহোর্মতে হজরত এমাম আলী ইব্নে মুসা রজা (কঃ)

৩১। এলাহী বেহোর্মতে হজরত এমাম মূসা কাজেম (কঃ)

৩২। এলাহী বেহোর্মতে হজরত এমাম জাফর ছাদেক (কঃ)

৩৩। এলাহী বেহোর্মতে হজরত এমাম মুহাম্মদ বাকের (কঃ)

৩৪। এলাহী বেহোর্মতে হজরত ছৈয়দ জয়নুল আবেদীন (কঃ)

৩৫। এলাহী বেহোর্মতে ছৈয়দুশ্ শোহাদা হজরত এমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু

৩৬। এলাহী বেহোর্মতে আছাদিল্লাহিল্ গালেব্ আমিরুল মোমেনীন আলী ইব্নে আবি তালেব কর্রামাল্লাহু অজহাহু।

৩৭। এলাহী বেহোর্মতে ছৈয়দুল আম্বিয়া অল্ আওলীয়া শফিউল মোজ্নেবীন খাতেমুন্ নবীঈন রাহমাতুল লিল্ আলামীন হজরত আহমদে মোজ্তাবা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম।

আল্লাহুম্মাগ্ ফির জুনুবেনা, ওয়াছতুর উয়ুবনা, ওয়া নব্বীর কুলুবেনা বেনুরে হেদায়তেকা ওয়া মায়ারফতেকা ওয়া ছাব্বীত্ আক্দামানা আলা ছেরাতেকাল মোস্তাকীম ছেরাতাল্লাজীনা আন্আমতা আলাইহিম গায়রিল মগজুবে আলাইহিম অলাদ্দোয়াল্লীন। আমীন, আমীন, এয়া রাব্বাল আলামীন। তাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আন্তাচ্ছমীউল আলীম। আন্তা আলীমুন, ছমিউন্ বছীরুন্ এয়া আল্লাহ্ এয়া আল্লাহ্ এয়াহু এয়াহু এয়াহু লায়ছা গায়রকা এয়াহু।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নফ্‌ছে ইন্‌ছানী বা মানবীয় সত্ত্বার সাত প্রকার সজাগ প্রকৃতির বর্ণনা

১ম امّارة আম্মারা বা প্ররোচনা দানকারীঃ–

(ক) ইহার জন্য খোদা অবতীর্ণ ধর্ম শরীয়ত অর্থাৎ নবীগণ কর্তৃক বর্ণিত আদেশ নিষেধ মূলক "এবাদাতে মোতনাফিয়া" বা পাপকার্য্য বিরতকারী এবাদত এবং পরস্পর সম্পর্ক জনিত স্বার্থের বিধি ব্যবস্থা মূলক "মায়ামেলাতে এয়তেবারীয়া"।

(খ) অবস্থান ক্ষেত্র ঃ– নাছুত বা দৃশ্য জগত।

(গ) প্রেরণা ঃ– পানাহার, ফুর্তি ও সহবাস করা।

(ঘ) স্বভাব ঃ– হিংসা, নিন্দা, ঈর্ষা, কৃত্রিমতা, ক্রোধ ইত্যাদি।

(ঙ) মুক্তির জিকির ঃ– لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ লা এলাহা ইল্লাল্লাহু।

অর্থাৎঃ– আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত কিছু কাম্য নয়। আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য। আল্লাহ্ সর্বত্র, তিনি ছাড়া কিছু নাই। জিকির সংখ্যাঃ– পীরের নির্দেশ মত পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত। ধ্যানঃ– (১) আমার দৃশ্য বস্তুকে তোমাতে তোমার শক্তিতে ডুবাইয়া দাও। "লা এলাহা ইল্লাল্লাহু" لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

(২) আমার অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে তোমার অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত কর। "আল্লাহুম্মা" তোমাতে তোমার দৃশ্যে তোমার কাজ ছাড়া অন্য কিছু না বুঝি না দেখি; যাহা দেখি যাহা বুঝি যেন তোমারই কাজ, তোমারই গুণ গরিমা, তোমার অস্তিত্বই সত্য। (লা এলাহা ইল্লাল্লাহু) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

তোমাকেই হাজের নাজের দেখিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আমি তোমার সঙ্গে। যাহাতে 'ফানা আনিল খাল্ক' হাছিল হয় এবং ফানা আনিল্ হাওয়া ফানা আনিল্ এরাদা আয়ত্ব হয়। এই ত্রিবিধ ফানার পর দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হয়।

২য় লওয়ামা - لَوَّامَةَ ঃ–

যাহাকে "মালামত" বা অনুতাপকারী প্রকৃতি বলা হয়। ইহার জন্য খোদা অবতীর্ণ ধর্ম তরীকত। অর্থাৎ নিজ দৈহিক ও মানসিক দূর্বলতা হইতে মুক্তি পাওয়ার মানসে তেলাওয়াতে অজুদ বা দেহ তত্ত্ব পাঠ।

(ক) অবস্থান ক্ষেত্রঃ– কলব বা অন্তঃকরণ আলমে বরজখ বা মধ্যবর্তী স্থান।

(খ) প্রেরণাঃ– মোহাব্বত বা এস্ক, প্রেম ও ভালবাসা।

(গ) স্বভাবঃ– দোষের জন্য অনুতাপ করা এবং নির্দোষ জনিত খোদাতায়ালার অনুগ্রহ উন্মুখ বিনয়।

(ঘ) মুক্তির জিকিরঃ– আল্লাহু اَللّٰهُ পীরের নির্দেশানুসারে আটাত্তর হাজার পর্যন্ত। অবস্থানুযায়ী উরূজ, নুজুল عُرُوْجٌ نُزُوْلٌ অর্থাৎ নাভিমূলে মোকামে নফ্ছ হইতে سَمِيْعٌ (খোদা শুনে) ধ্যান করতঃ উর্দ্ধাভিমুখে মকামে ছির (سر) বক্ষস্থল তক। "بصير" বছীরুন শব্দ বক্ষস্থল হইতে (ام دماغ) ব্রহ্মতালু বা আখ্ফা (اخفى) পর্যন্ত এবং আলীমুন (عليم) (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাত) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ খোদা জ্ঞাত ভাবধারা আর্শতক উত্থিত করিয়া পরক্ষণেই নুজুল نزول বা নিম্নমুখী অবতরণ করিবে। এবং ধ্যান করিবেঃ–

(১) আলীমুন্বি عَلِيْمٌ بِىْ আমার জানাতে জানে।

(২) বছীরুন্বি بَصِيْرٌ بِىْ আমার দেখাতে দেখে।

(৩) ছমীউন্বি سَمِيْعٌ بِىْ আমার শুনাতে শুনে।

اَللّٰهُ عَلِيْمٌ بِىْ - بِىْ يَبْصُرُ - بِىْ يَسْمَعُ

উর্দ্ধে ও নিম্নে গতি পরিবর্তন সহকারে বার বার জিকির করিতে থাকিবে। যতক্ষণ নিজের মধ্যে বে-খুদী বা তন্ময় ভাব না আসে। পুনঃ উর্দ্ধগামী হইতে বলিবে। - عَلِيْمٌ بَصِيْرٌ - سَمِيْعٌ - اللّٰهُ এইরূপে বার বার জিকির করিতে থাকিবে, যাহার ফল স্বরূপ তৃতীয় স্তর আরম্ভ হইবে।

৩য় মোলহেমা ملهمة ঃ–

যাহাকে খোদার অনুগ্রহে (الهام) "এলহাম" খোদার বাণী, (القاء) "এল্‌কা" অন্তর-সংকেত সম্পর্ক বলা যায়। এই স্তরের লোকদের সঙ্গে খোদার তাকার্‌রূব (تقرب) বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা দেয়। ইহার জন্য খোদা অবতীর্ণ ধর্ম মায়ারেফাত (معرفت) বা খোদা পরিচিতি।

(ক) অবস্থান ক্ষেত্রঃ– আলমে রূহ্‌ (روح) বা আত্মা জগত।

(খ) প্রেরণাঃ– (اهلاج) "এহলাজ" অর্থাৎ বাচ্চার দুগ্ধ স্পৃহা সদৃশ্য আরজু বা উৎসাহ।

(গ) স্বভাবঃ– (عشق) "এশ্‌ক" অর্থাৎ কামনাশূন্য প্রেম। তৎপর খোদা তায়ালার অনুগ্রহে ছালেক বা খোদা পথচারীর জন্য মানব সত্ত্বার চতুর্থ স্তর বা দরজা আরম্ভ হইবে। যাহাকে "মোতমাইন্যা" বা সন্তোষ বলে।

এই তৃতীয় স্তরের জিকির (هو) "হু" শব্দ। পীরের আদেশানুসারে সংখ্যা চুয়াল্লিশ হাজার বার। এই "হু" (هو) শব্দের জিকির করার সময় "এয়ামন হু লা এলাহা ইল্লাহু" হু হু হু এর প্রতি (توجه) ধ্যান করিবে। হে আমার উপাস্য (এলাহী) আমার অভ্যন্তরকে সত্যিকার তোমার অবয়বতার রহস্যে পূর্ণ কর এবং আমার আমিত্বকে বিনাশ কর। যাহাতে তোমার উচ্চ মার্গের সন্ধান লাভে সমর্থ হই। তোমার তুল্য কিছুই নাই, তোমা ছাড়া কিছুই দেখি না বুঝি না। তুমি ছাড়া আর কিছুই নাই। হে অস্তিত্বের অস্তিত্ব। হে আল্লাহ্‌ এয়াহু! (هو) আমার ভিতরে, বাহিরে, ব্যক্তে (ظاهر) অব্যক্তে (باطن) তুমি ছাড়া কিছুই নাই, আমি তোমাতে, তুমি আমাতে هو هو هو هو।

এই তৃতীয় স্তর এবং উপরোক্ত দুই স্তর জিকিরে "জলী" বা "খফী" সশব্দে বা নিঃশব্দে জবানে বা দিলে জিকির করার নিয়ম প্রচলিত আছে।

জিকিরের নিয়ম দস্তুরে, বিভিন্ন তরীকার বুজর্গানের বিভিন্ন মতামত প্রচলিত থাকিলেও যাহারা "নূরে বছীতের" ধ্যান এবং কলব্‌কে বরজখ করিয়া কাজ করে তাহাদের জন্য কাদেরীয়া তরীকা মতে ফানায়ে নফ্‌ছ হাছেলের জন্য ইহাই সর্বসম্মত তরীকা বা জিকির পদ্ধতি।

যাহারা হুব্বিয়তে মোহাম্মদীতে পীরে কামেলের জাতে বা নিজ মুখ মণ্ডলে আল্লাহ্‌র নুর প্রজ্জ্বলিত দেখেন বা বুঝেন ও ধ্যান করেন তাহাদের জন্য ফিকির (فكر) বা ধ্যানই প্রকৃষ্ট পন্থা। যেহেতু উছুল ইলাল্লাহ্‌ (وصول الى الله) বা খোদার দিকে গতিশীল হওয়ার পন্থা দুইটি; (১) জিকির (২) ফিকির। যদিও মোখালেফাতে নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি বহু নিয়ম পদ্ধতি বিদ্যমান দেখা যায়। যাহার ফলে ছালেক বা খোদা পথচারীর কামনা, বাসনা, গাফলত প্রভৃতি নফ্‌ছ প্রকৃতি বিদূরিত হইয়া খোদা প্রকৃতি খোদার গুণে গুণান্বিত ও স্বভাবে স্বভাবিত ও ঐ রঙ্গে রঞ্জিত দেখা যায়। যাহাতে বুঝা যায় ইহারা আলেম বিল্লাহ্‌ বিধায় খোদা পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। যাহা নরনারী সকলের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব।

এই স্থলে তাহাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ বা দূরত্ব বোধ নাই বরং সকলেই এক স্থানের যাত্রী এবং একই স্থানে সম্মিলিত দেখা যায়। যাহাকে "খতিরাতুল কুদছ" বা পবিত্র প্রেরণা বলা হয়।

এই কারণে ছুফিয়ায়ে কেরাম আলেমকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ– (১) "আলেম বিল্লাহ্‌ লা বেআমরিল্লাহ্‌" অর্থাৎ খোদা পরিচয় জ্ঞানী বটে খোদার হুকুমের খবর রাখেন না। বরং খোদা-প্রেম বিভোর। (২) "আলেম বেআমরিল্লাহ্‌ লা বিল্লাহ্‌" অর্থাৎ খোদার হুকুমের খবর রাখেন বটে কিন্তু খোদার পরিচয় জ্ঞান শূন্য। (৩) "আলেম বিল্লাহ্‌ অ-বে-আমরিল্লাহ্‌" অর্থাৎ খোদার পরিচয় জ্ঞানও

রাখেন এবং হুকুমের খবরও রাখেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ আওলীয়া। যাহারা শুধু হুকুমের খবরই রাখেন খোদার পরিচয় জ্ঞান নাই; তাহারা আহলুল্লাহ্‌দের মধ্যে গণ্য নয়। যেহেতু তাহারা নিজকে ও খোদাকে না চিনার ফলে "জলুম" অর্থাৎ মানবতা বা নিজের প্রতি জুলুমকারী এবং হাকীকতে মোহাম্মদীর পরিচয়ের অভাবে তাহারা "জহুল" বা খোদ পরিচয় জ্ঞানহীন এবং রূহানীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞ। কাজেই তাহারা খোদার আমানত বা দায়িত্ব মুক্ত নহে বরং দায়ী।

৪. চতুর্থ নফ্‌ছে মোতমাইন্যা مطمئنة ঃ–

অর্থাৎ যেই মানব সত্ত্বা বা প্রকৃতি মানুষকে সন্তোষ "এত্‌মিনান" একাগ্রচিত্ত বা মোরাকেবা অবস্থা আনয়ন করে। ইহার অবতীর্ণ ধর্ম "হাকীকত" অর্থাৎ প্রকৃত পরিচয়, যাহাতে নিজ পরিচয় হাছেল হয়। এই স্তরে হাকীকতে মোহাম্মদী حَقِيقَت مُحَمَّدِىْ মোহাম্মদী স্বরূপ বিকাশ পায়।

(ক) অবস্থানক্ষেত্র ঃ– (سر) ছির বা রহস্য স্থল।

(খ) প্রেরণা ঃ– (وصله) ওয়াছলতা বা মিলন।

(গ) এই স্তরের জিকির ঃ– يَاحَىُّ এয়া হাইয়ো অর্থাৎ হে চিরজীবি, পীরের নির্দেশ মত বিশ হাজার বার।

(ঘ) ধ্যান ধারণা ঃ– ওহে জীবিত! হে পবিত্র চিরজীবি। আমার জীবন পবিত্র যাপন কর। তোমার ভালবাসা দান কর।

يَاحَىُّ হে চিরজীবি বারে-খোদা! আমার রুহ্ বা আত্মাকে তোমার সঙ্গে জীবিত কর। যাহাই চিরজীবন। আমার রহস্যকে তোমার রহস্যে স্থিতিশীল কর। আমার কলব বা অনুকরণকে তোমার তত্ত্বে পরিচিত কর। আমার জবানকে তোমার এলমে লদুন্নির দ্বারা বাক্যশীল কর। ওহে জীবিত يَاحَىُّ يَاحَىُّ يَاحَىُّ

৫. পঞ্চম রাজিয়া راضية বা তুষ্টিত ঃ–

অর্থাৎ ঃ– আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট, নিজের ইচ্ছাধীন কোন প্রকার তুষ্টি না থাকা।

(ক) খোদা অবতীর্ণ ধর্ম ঃ– পূর্ণ মায়ারেফাত; অর্থাৎ প্রকৃত মায়ারেফাত যাহাকে হুয়াল্লাহ্ বলে।

(খ) অবগতি জগত ঃ– মকামে লাহুত (لاهوت) বা অসীম দর্শন।

(গ) অবস্থান ক্ষেত্র ঃ– (سِرُّ السَّرِّ) "ছিররুচ্ছির" অর্থাৎ রহস্যের রহস্য।

(ঘ) প্রেরণা ঃ– غِنَاً গেনা বা নিশ্চিন্তভাব।

(ঙ) জিকির ঃ– এই স্তরের জিকির واحد "ওয়াহেদু" অর্থাৎ এক বা অদ্বৈত দর্শন। পীরের হুকুম মত ত্রিশ হাজার বার তেলাওয়াত করা।

(চ) يَاوَاحِدُ يَاوَاحِدُ يَاوَاحِدُ হে বারে খোদা! তুমি অভিন্ন। তোমার ওয়াহ্দানীয়তের নুর বা জ্যোতিতে আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর। يَاوَاحِدُ এলাহী তুমি তোমার উলুহিয়াত বা উপাস্যতার স্তরে বিদ্যমান يَاوَاحِدُيَاوَاحِدُ يَاوَاحِدُ يَاوَاحِدُ يَاوَاحِدُ

৬. ষষ্ঠ মর্জিয়া مَرْضِيَّةٌ ঃ–

অর্থাৎ খোদা, সেই নফ্ছ বা প্রকৃতির প্রতি সন্তুষ্ট।

(ক) অবতীর্ণ ধর্ম ঃ– হাকীকতে শরীয়ত অর্থাৎ শরীয়ত রহস্য।

(খ) অবস্থান ক্ষেত্রঃ– حيرت হায়রত ও খেফা - خفاء বা সংস্কার মুক্ত। ছায়রে আলমে শাহাদত বা যথাযথ জ্ঞান।

(গ) প্রেরণা ঃ– একমাত্র খোদায়ী প্রেরণা।

এই স্তরে জিকির নাই يَاعَزِيْزُ يَاعَزِيْزُ চল্লিশ হাজার বার ধ্যান করা। হে প্রিয়! আমাকে তোমার অনুগত কর। তোমার সম্মানে সম্মানিত কর। দানশীল কর।
يَاعَزِيْزُ يَاعَزِيْزُ يَاعَزِيْزُ

৭. সপ্তম কামেলা– كاملة

অর্থাৎ পূর্ণ মানবতা আয়ত্বকারী প্রকৃতি।

(ক) অবতীর্ণ ধর্ম ঃ– উপরে বর্ণিত সমস্ত অবস্থা।

(খ) অবস্থান ক্ষেত্র ঃ– “আখ্‌ফা” বা সুক্ষ্ম তথ্য জগত। বহুত্বে একের দর্শন বা মাকামে ওয়াহ্‌দত।

(গ) হাল, অবস্থা ঃ– বাকাবিল্লাহ্‌, ছায়রে মায়াল্লাহ্‌, খোদার গুণে গুণান্বিত পূর্ণতা বিকাশ।

(ঘ) জিকির ঃ– এই স্তরের জিকির বা স্মরণ وَدُوْدُ শব্দ দশ হাজার বার।

(ঙ) ধ্যান ঃ– দুগ্ধ দান স্নেহের উদ্রেকই এই স্তরের ধ্যান এবং বিশ্বদরদী ভাব ও উৎস।

وَاجْعَلْ فِىْ صُدُوْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْعَارِفِيْنَ مَوَدَّةٌ اِلٰهِىْ اكْفِنِىْ شَرِّ مِنْ كفيَته وَكِفَايَته بِيَدِكَ يَاوَدُوْدُ يَاوَدُوْدُ ـ

যাহাতে বিশ্বাসী বিশ্ববাসীর দিকে প্রত্যাবর্তন বুঝা যায়। উপরে বর্ণিত “শজরা” সহ মোনাজাত করিবে।

তজকীয়ায়ে নফ্‌ছের জন্য উল্লেখিত সপ্ত পদ্ধতি জিকির ফিকির ছাড়া, মোখালেফাতে নফ্‌ছ বা নফ্‌ছে ইন্‌ছানীর কুপ্রবৃত্তি বন্ধ করিয়া রূহে ইন্‌ছানীর সুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার জন্য, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সর্বসাধারণের উপকারার্থে, নির্বিঘ্ন ও সহজসাধ্য উপায় হিসাবে লব্ধ প্রতিষ্ঠ যে উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতিকে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন; যাহা সকল তরীকত পন্থীর নিকট আদৃত ও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তাহাও এই স্থানে প্রকাশ করিলাম। যাহার বিস্তারিত বিবরণ আমার রচিত বেলায়তে মোত্‌লাকার ২য় সংস্করণের বেলায়ত রহস্য পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি। ইহা কাদেরীয়া মালামীয়া মাইজভাণ্ডারীয়া তরীকত পন্থার উছুল হিসাবে গণ্য। যাহাকে উছুলে ছাবয়া বা আত্মশুদ্ধির সপ্ত পদ্ধতি বলা যায়। যথা–

ফানায়ে ছালাছা ঃ–

১মঃ– "ফানা আনিল খাল্ক" অর্থাৎ কাহারো নিকট কোনরূপ উপকারের আশা ও কামনা না থাকা। যাহার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয়। এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি যথাযথ আস্থা জন্মে। ফলে "জলুমান" বা জুলুমকারী সাব্যস্ত হয় না।

২য়ঃ– "ফানা আনিল হাওয়া" অর্থাৎ যাহা না হইলেও চলে সেইরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা। যাহার ফলে জীবন যাত্রার পথ সহজ ও ঝামিলামুক্ত হয়। ফলে খোদা তায়ালার পক্ষে বেহেস্তের ওয়াদা বিদ্যমান আছে দেখা যায়।

৩য়ঃ– "ফানা আনিল এরাদা" অর্থাৎ খোদায়ী ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া। নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদাতায়ালার ইচ্ছার নিকট বিলিন মনে করা। ছুফী পরিভাষায় যাহাকে "তছলীম" ও "রজা" বলে। কাজেই সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে "জহুলান" বা মূর্খতা থাকে না। যাহা কোরআনের পরিভাষা।

মওতে আরবায়া বা রিপুর চারি প্রকার মৃত্যু ঃ–

১মঃ– মওতে আব্‌য়াজ বা সাদা মৃত্যু। ইহা উপবাস ও সংযমে হাছিল হয়। যাহার ফলে মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়।

২য়ঃ– মউতে আছওয়াদ বা কাল মৃত্যু। ইহা শত্রুর শত্রুতা বা নিন্দাতে হাছিল হয়। কারণ অপরের সমালোচনা বা নিন্দার পর ছালেক বা এই আত্মশুদ্ধি পথের যাত্রী নিজ দোষ ত্রুটি বুঝিতে সুযোগ পায়। এবং পরদোষ পরিত্যাগ পূর্বক খোদার দিকে আগাইতে সক্ষম হয়। দোষ খুঁজিয়া না পাইলে খোদার শোকর গোজারী আদায় করার ফলে, নিজ মনে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখিতে পায়। তখন সমালোচনাকারীকে বন্ধুরূপে দেখে এবং নিজে বিশ্ব বন্ধুর পর্যায়ে উন্নীত হন।

৩য়ঃ– মউতে আহমর বা লাল মৃত্যু। ইহা কামভাব ও লালসা হইতে মুক্তিতে হাছিল হয় এবং বেলায়ত প্রাপ্ত হয়।

৪র্থঃ– মউতে আখ্‌জার বা সবুজ মৃত্যু। ইহা নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইলে হাছিল হয়। যাহার ফলে মানব অন্তঃকরণে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন কামনা-বাসনা থাকে না। ইহা বেলায়তে খিজ্‌রীর অন্তর্গত। এই ব্যক্তি ছাহেবে তাছার্‌রোফও হইয়া যায়। হজরত আকদাছের এই সার্বজনীন শুদ্ধি প্রণালীর প্রতি নজর দিলে বুঝা যায়, তিনি বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব গাউছুল আজম; নিছবতাইনে আ'দমীর বা আগত বিগত সফলতা পন্থার সমাবেশকারী।

যেহেতু, এই মুক্তি পদ্ধতি নেহায়ত ঝামিলামুক্ত, উৎসাহ মুলক, আনন্দদায়ক, হিংসাবিহীন এবং উভয় জগতের উন্নয়নমূলক নীতি। দেশ, জাতি, সাদা, কালো, সংসারী ও অসংসারী সকলের জন্য উপাদেয় ও সহজসাধ্য বিধি ব্যবস্থা। এই পথচারী সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল বুঝিতে ও উপভোগ করিতে সমর্থ। যাহা "মশীয়তে ইয়াজদানীর" বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সার্বজনীন যুগোপযোগী ব্যবস্থা ও রীতিনীতি।

মোনাজাত

আল্লাহুম্মাগ্‌ফির জুনুবেনা, অস্তোর ওয়োবেনা ওয়া নব্বীর কুলুবেনা বেনুরে হেদায়তেকা ওয়া মায়ারেফাতেকা ওয়া ছাব্বিত আকদামিনা আলা ছেরাতেকাল মোস্তাকীম, ছেরাতল লাজিনা আন আমতা আলাইহিম গায়রিল মগজুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্‌দোয়াল্লীন, আমীন। এয়া রাব্বাল আলামীন। ছাল্লাল্লাহু আলা ছৈয়দেনা ওয়া নবীয়েনা ওয়া মওলানা মোহাম্মদ ওয়া আলা আলেহী ওয়া আছহাবেহী ওয়াজোর্‌ রিয়াতেহী আজমাঈন। আলহামদুলিল্লাহে লাহু মুলকুছ্‌ ছমাওয়াতে ওয়াল আর্দে বেরাহমতেকা এয়া আরহামর রাহেমীন।

সমাপ্ত

বেলায়তে মোত্‌লাকা
খাদেমুল ফোকারা
ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী

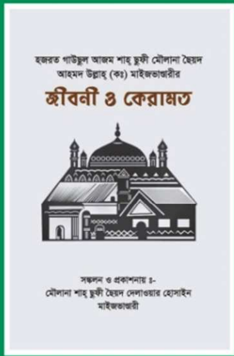
হজরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ
আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর
জীবনী ও কেরামত
সঙ্কলন ও প্রকাশনায় ঃ-
মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী

মুসলিম
আচার ধর্ম
খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

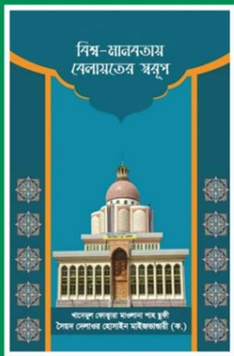
বিশ্ব-মানবতায়
বেলায়তের স্বরূপ
খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

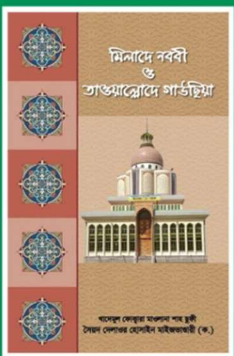
মিলাদে নববী
ও
তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া
খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

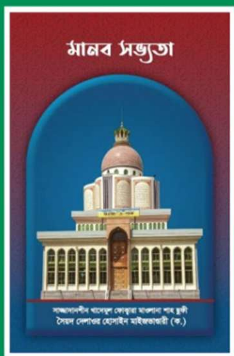
মানব সভ্যতা
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)